শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

'সেকায়েপ বার্তা'

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

ভলিউম-৮ | মাসঃ ডিসেম্বর-২০১৬

বিষয়বস্তু

- মাধ্যমিক স্তরে শিখনমান মূল্যায়নে লাসি''র জাতীয়ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা
- ৪৯টি ব্যাচে অতিরিক্ত ক্লাস টিচারদের (এসিটি) ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন
- 'ডিজিটাল (Smart-Board) ক্লাসরুম সলিউশন' প্রবর্তন
- পিএমটি বুথ অপারেশন ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত
- বিশ্ব ব্যাংক-এর সেকায়েপ বাস্তবায়ন সহযোগিতা মিশন পরিচালনা
- এসিটি সুমী রানীর সাফল্য
- সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সেকায়েপ এর অর্জন

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৮ সালে সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) কাজ শুরু করে। গত ৮ বছরে প্রকল্পটির গৌরবময় সফল বাস্তবায়নের ফলে উপজেলা, প্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়েছে। মূল প্রকল্পে ১৫৫.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ থাকলেও সফল বাস্তবায়নের ফলে অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় বর্তমানে বরাদ্দ প্রায় ৩ গুণ বেড়ে হয়েছে ৪৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৪ সালে শেষ হবার জন্য নির্ধারিত থাকলেও তা ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮ সালের প্রথম দিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার মূলধারায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বিত অর্থায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু হবে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের বহুল প্রতীক্ষিত সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ প্রোগ্রাম। বিশ্ব ব্যাংক সেকায়েপ-এর বেশ কয়েকটি কার্যক্রম, যেমন: পিএমটি বৃত্তি, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি, অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক কার্যক্রমকে উদ্ভাবনমূলক, সৃজনশীল ও জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। নানা জরিপে দেখা যায় যে, পিএমটি বৃত্তির ফলে মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছে, যা অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬.১ মিলিয়ন শিক্ষার্থী পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে যা যুগান্তকারী ঘটনা। ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে মেধাবী এসিটিদের মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ফলে এই ৩টি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের যেমন আগ্রহ বেড়েছে, একইভাবে অহেতুক ভীতিও দূর হচ্ছে। তাছাড়া প্রাইভেট পড়া বা কোচিং করার প্রবণতা কমে আসছে। এসব সফলতার পিছনে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঠিক দিক নির্দেশনা, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রত্যয়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টীম। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের মেধাবী ও তরুণ এসিটি, অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান প্রধান, নিবেদিত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণের নিরন্তর প্রচেষ্টা এ অর্জনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে শিখনমান মূল্যায়নে লাসি'র জাতীয়ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা

মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইং সেকায়েপ-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি ইউনিট। এই ইউনিটের অন্যতম প্রধান কাজ হলো মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-এর পাশাপাশি 'লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট অব সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউট (লাসি)' বা মাধ্যমিক স্তরে শিখনমান মূল্যায়ন করা। ইতোপূর্বে ২০১২ ও ২০১৩ সালে সেকায়েপ প্রতিষ্ঠানসমূহে লাসি'র জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রাপ্ত ফলাফল জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়। লাসি'র তৃতীয় দফার জাতীয়ভিত্তিক জরিপ ফলাফল বিস্তরণ বা অবহিতকরণের লক্ষ্যে ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি ও চেয়ারপারসন-এর আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান। কর্মশালায় বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষে পরামর্শক উত্তম শর্মা যোগ দেন। অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি অধিদপ্তর, নায়েম, ব্যানবেইজ, এনসিটিবি, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি। লার্নিং অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের শিখনমান সম্বন্ধে নীতি নির্ধারকদের তথ্য প্রদান করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। অ্যাসেসমেন্ট-এর কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থা কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ এবং দেশীয় পরামর্শক সংস্থা "এডিএসএল।" ২০১৫ সালে পরিচালিত তৃতীয় দফার জরিপে ৩২টি উপজেলার ৫২৭ প্রতিষ্ঠান থেকে ৬ষ্ঠ ও ৮ম গ্রেডের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ৩১,৬২০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

লাসি-এর ফলাফল ও সুপারিশ:

* ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে বিভিন্ন মাত্রায় দক্ষতা দেখিয়েছে;

লাসি'র জাতীয় কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাউশি অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক ও অধ্যাপক ড. সেলিম মিয়া, পরিচালক মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইং।

* ৬ষ্ঠ শ্রেণির তুলনায় ৮ম শ্রেণির শিখনমানের উন্নতি মোটামুটি বা কম। দুটি শ্রেণিতে বিভিন্ন মাত্রার শিখনমানের শিক্ষার্থী রয়েছে। এটা দুর্বল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী চিহ্নিত করতে সহায়ক। ফলে চিহ্নিতদের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ হবে;
* বেশ কিছু শিক্ষার্থী তিনটি বিষয়েই জাতীয় গড় শিখনমানের চেয়ে অধিক শিখনমান অর্জন করেছে। একই সংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে যারা জাতীয় শিখনমানের চেয়ে কম শিখনমান অর্জন করেছে। এতে দেখা যায় এই সকল শিক্ষার্থী গড় শিখনমান অর্জনকারি শিক্ষার্থীর চাইতে ১/২ বছর পিছিয়ে আছে;
* বিভাগগুলোর মধ্যে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের শিক্ষার্থীরা অধিক ব্যান্ড স্কোর অর্জন করেছে। বিভাগ হিসেবে সিলেট সবচেয়ে দুর্বল ফলাফল করলেও কিছু শিক্ষার্থী উচ্চতর শিখনমান অর্জন করেছে। মোট কথা জাতীয়ভিত্তিক লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট-এর ফলাফল আশাব্যাঞ্জক।

'ডিজিটাল (Smart-Board) ক্লাসরুম সলিউশন' প্রবর্তন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সফল রূপায়ণের জন্য বর্তমান সরকারের একটি প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেকায়েপ'র মাধ্যমে নির্ধারিত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাসরুম চালু করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো উদ্ভাবনী শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং ব্যবস্থা প্রচলন করা। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সেকায়েপ 'ডিজিটাল (Smart-Board) ক্লাসরুম সলিউশন' প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান। এতে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব ও সেকায়েপ-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক। অন্যানের মধ্যে ৫০টি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার শিক্ষক এই কর্মশালায় অংশ নেন। প্রধান অতিথিসহ বিভিন্ন বক্তা সেকায়েপ'র এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন যে, শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড প্রবর্তন নবযুগের সূচনা করেছে।

'ডিজিটাল ক্লাসরুম সলিউশন' কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাউশি অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক।

আর ব্লাক বোর্ড, চক-ডাস্টার নয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নত, আকর্ষণীয়, মিথস্ক্রিয়ামূলক ও ফলপ্রসূ করতে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড একটি আদর্শ শিক্ষা উপকরণ। এতে বোর্ড পরিষ্কার করার ঝামেলা ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের শিখন কৌশল প্রদর্শন করা যায়। শিক্ষার্থীদের পছন্দ মতো রং, ছবি ও তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে আরো আনন্দঘন ও বিনোদনমূলক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। ফলে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে ও সহজে পাঠ শিখতে পারে। শিক্ষার্থীরা সাধারণত শ্রবণের চেয়ে দর্শনের মাধ্যমে বেশি শেখে এবং শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় থাকে। ফলে শিখন বেশি ঘটে। ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড শিখনের সহায়কশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির সেরা সংগঠকদের উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান:

দেশের ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলায় প্রায় ১২০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেকায়েপ-এর 'পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বই পড়ানোর কাজে প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক অথবা লাইব্রেরিয়ান সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। প্রতি বছর লাইব্রেরিয়ানদের কার্যক্রমে গতি আনয়ন ও উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেকায়েপভুক্ত প্রতিটি উপজেলার ১০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লাইব্রেরিয়ান/সংগঠকদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে সারাদেশে ৯৬৯ জন সেরা লাইব্রেরিয়ান/সংগঠক এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। নির্বাচিত সংগঠকদের উদ্দীপনা হিসেবে দেয়া হয় ৪০০০ টাকার চেক, বই ও একটি সনদপত্র। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠকদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির সেরা সংগঠকদের উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাউশি অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক।

৩০ জুলাই ২০১৬ ঢাকা বিভাগের সংগঠকদের উদ্দীপনা পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, "শুধু ভালো গাড়িতে চড়লে, বড় স্কুল-কলেজে পড়লেই হবে না। শিক্ষার্থীদের সবার আগে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বেশি বেশি ভালো বই পড়াতে হবে। এমন বই, যা তাদের বিবেককে জাগ্রত করে।"

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'যখন কাজ উন্নতমানের হয়, তখনই পুরস্কার দেওয়া হয়। যোগ্যতা কখনো অপুরস্কৃত থাকে না।' অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব ও সেকায়েপ'র প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সেকায়েপ'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ।

৪৯টি ব্যাচের অতিরিক্ত ক্লাস টিচারদের (এসিটি) ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন:

অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষকদের ৪৯টি ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন কোর্স ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ওরিয়েন্টেশন কোর্সে উপজেলা মাধ্যমিক

অতিরিক্ত ক্লাস টিচারদের (এসিটি) ওরিয়েন্টেশন কোর্সে শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক।

শিক্ষা কর্মকর্তা, এসএমসি/এমএমসি সভাপতি, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষকগণ (এসিটি) অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এপ্রিল ২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৩৩৮৭ জন এসিটি, ১২৪৫ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান, ১০৭২ জন এসএমসি/এমএমসি সভাপতি ও ৪৬ জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এসিটি কর্মসূচি বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেন।

এসিটি সুমী রানীর সাফল্য

শ্রেণিকক্ষে সুমী রানী পাঠদান করছেন

'কোথায় অধ্যয়ন করলাম সেটা বড় কথা নয়, আমি কি শিখলাম সেটাই মুখ্য।' এ বক্তব্য গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এসিটি (গণিত) সুমী রানী'র। একজন এসিটি হিসেবে কাজ করতে পেরে নিজেকে অনেক বেশি সৌভাগ্যবান মনে করছেন তিনি। কারণ, অনেকেই বলেছিলেন "যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শীর্ষ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, স্নাকোত্তর ডিগ্রী শেষ করে সবাই আবেদন করছে, সেখানে তুমি বিএসসি পাস করে তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে?" অবশেষে তাঁর ইচ্ছাশক্তিরই জয় হলো এবং তিনি ২০১৫ সালে ১ মার্চ গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার জুমারবাড়ী জাঙ্গালিয়া দাখিল মাদ্‌রাসায় এসিটি (গণিত) হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি একই উপজেলার বোনারপাড়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে কাজ করছেন।

পাঠদান করতে গিয়ে তিনি বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীগণের করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে, 'শিক্ষার্থীদের সিংহভাগই জানতো না গণিত বিষয়ের জ্যামিতি অংশটুকু অধ্যয়ন করতে হয়, পরীক্ষা দিতে হয়! এসিটি প্রোগ্রাম চালুর ফলে এই দুর্বল শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ক্লাসের মাধ্যমে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার প্রয়াস পেয়েছে। মোট কথা, তার মতে এসিটি প্রোগ্রাম চালুর ফলে দুর্বল ও গরিব শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে।' তিনি নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেও একই অবস্থা দেখতে পান। তাঁর মতে গরিব শিক্ষার্থীদের অনেকেরই অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই নাজুক যে, বিদ্যালয় ছুটির পর তাদেরকে দিন মজুরি, বাবার দোকানে কাজ করা, এমনকি জুতা সেলাইয়ের কাজও করতে হয়! তিনি উল্লেখ করেন, 'এত প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে আটকে থেকেও ভাবতে ভালো লাগছে যে, সেকায়েপ'র এসিটি প্রোগ্রাম চালুর ফলে তাদের আর প্রাইভেট পড়তে হচ্ছে না এবং সেই সাথে কোন অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে অতিরিক্ত ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সর্বোচ্চ মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে। আশা রাখছি এভাবেই সেকায়েপ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে গরিব ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে।'

পিএমটি বুথ অপারেশন ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত:

সেকায়েপ-এর অন্যতম একটি প্রধান কাজ হলো দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের পিএমটি বৃত্তি ও টিউশন সুবিধা প্রদান।

পিএমটি বুথ অপারেশন বিষয়ক জাতীয় ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাউশি অধিদপ্তর-এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আবুল কালাম আযাদ ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক।

পিএমটি সুবিধাভোগীদের নির্বাচনের জন্য বছরের একটি বিশেষ সময়ে মাঠ পর্যায়ে বুথ অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে বুথ অপারেশনের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী। বুথ অপারেশনের আগে প্রতি বছর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ঢাকায় পিএমটি ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে এলজিইডি মিলনায়তনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে সুবিধাভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে পিএমটি ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১৮টি উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী এবং সেকায়েপ, এমইডব্লিও, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্সে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, প্রধান অতিথি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন ও এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আবুল কালাম আযাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব ও সেকায়েপ-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক।

বিশ্ব ব্যাংক-এর সেকায়েপ বাস্তবায়ন সহযোগিতা মিশন পরিচালনা:

বিশ্ব ব্যাংক গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর ২০১৬ সময়কালে সেকায়েপ বাস্তবায়ন সহযোগিতা মিশন পরিচালনা করে। টাস্ক টীম লীডার দিলীপ পারাজুলি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট মিশনের নেতৃত্ব দেন। মিশন মূলতঃ বিগত ৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, উদ্ভূত সমস্যা ও পরবর্তী ৬ মাসের কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে। এছাড়াও ২০১৮ সাল থেকে দাতা সংস্থাসমূহের সমন্বিত অর্থায়নে মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতি এবং সম্ভাব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করে। সফরকালে মিশন সেকায়েপ, মাউশি, ইআরডি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে

ফলপ্রসূ অবদান রাখায় মিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। সেকায়েপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করে মিশন সামগ্রিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ এবং সকল ক্ষেত্রে বাস্তব অর্জন প্রকল্প শেষের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবে এরূপ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ।

সভায় বিশ্ব ব্যাংক-এর সেকায়েপ বাস্তবায়ন সহযোগিতা মিশন, বাস্তবায়নকারী সদস্য ও সেকায়েপ সদস্যবৃন্দ।

পিএমটি ভেলিডেশন ও কমপ্লায়েন্স ভেরিফিকেশন সার্ভে ২০১৫ এর প্রতিবেদন পেশ

সেকায়েপ প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ কম্পোনেন্ট হচ্ছে গরিব শিক্ষার্থীদের পিএমটি বৃত্তি ও টিউশন সুবিধা প্রদান। ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ৮.৪০ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে পিএমটি বৃত্তি ও বেতন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পিএমটি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উপকারভোগীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিবারের আর্থিক অবস্থা যাচাই করে বৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান করা হয়।

মাঠ পর্যায়ে পিএমটি পদ্ধতির বাস্তবায়নে নির্ভুলতা ও যথার্থতা যাচাই করাই এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সেকায়েপ-এর মনিটরিং ও ইভালুয়েশন উইং এবং ব্যানবেইজ যৌথভাবে এ সমীক্ষা পরিচালনা করে। সেকায়েপভুক্ত ২১৫টি উপজেলায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত ১৯৯৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সপ্তম শ্রেণির ৯৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ❑ ৯৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬০৬৫ (৬০.৭৯%) জন পিএমটি'র জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছে;
- ❑ ১২৫টি উপজেলায় বিভিন্ন মাত্রার যোগ্য শিক্ষার্থীরা ০% (কোম্পানীগঞ্জ) থেকে ১০০% (আলমডাঙ্গা) পরিসরে বিস্তৃত।

***

অপরদিকে পিএমটি ভেলিডেশন সার্ভের পাশাপাশি কমপ্লায়েন্স ভেরিফিকেশন সার্ভে ২০১৫ সমাপ্ত এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো: প্রতিটি সেকায়েপ কার্যক্রমের জন্য বর্ণিত সময়ে নির্ধারিত মৌলিক শর্তসমূহ পূরণ হয়েছে কি না তা যাচাই করা। সেকায়েপভুক্ত ২১৫টি উপজেলার মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১৯৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (১৪৩১টি বিদ্যালয় ও ৫৬৮টি মাদ্রাসায়) এ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় কয়েকটি সাব-কম্পোনেন্ট-এর গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল উল্লেখ করা হলো:

- ☛ ৮৬.৭২% পিএমটি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী স্কুল দিবসের ৭৫% উপস্থিতির নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ ক্লাসে উপস্থিতি ২০১৪-এর তুলনায় ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র ০.৩১% পিএমটি শিক্ষার্থীকে বিবাহিত পাওয়া গেছে। বিবাহিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০.৭৫% অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী;
- ☛ ১.৬% পিএমটি শিক্ষার্থী সাময়িক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে;
- ☛ জরিপকৃত সকল প্রতিষ্ঠানে ১০০% এসিটি মাসে ন্যূনতম ১৬টি অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েছে;
- ☛ ৯৭.৩৯% শিক্ষার্থী পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করেছে।

শ্রেণিকক্ষে সেকায়েপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

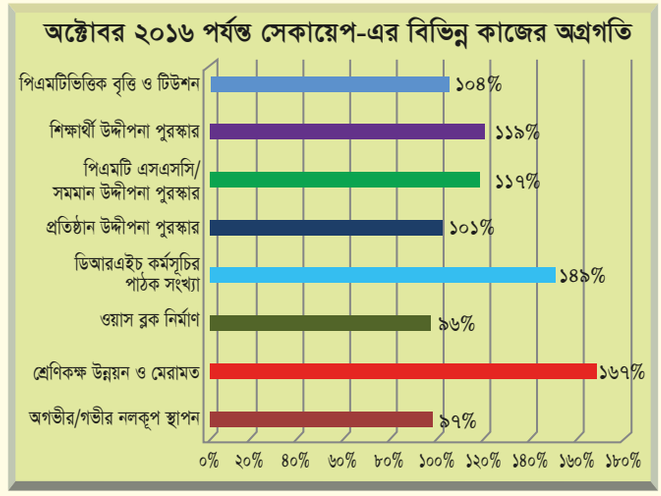

সম্পাদকমন্ডলী:

- ❖ ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক
  অতিরিক্ত-সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ
- ❖ ওয়ালিউল ইসলাম, পরামর্শক, সেকায়েপ
- ❖ মু. আঃ হামিদ জমাদ্দার, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ
- ❖ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (এডমিন), সেকায়েপ
- ❖ নুরুল হক অসীম, জুনিয়র কনসালটেন্ট, সেকায়েপ
- ❖ মো: দুলাল হোসেন, জুনিয়র কনসালটেন্ট, সেকায়েপ

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.seqaep.gov.bd